70290 - কোরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যে সকল কর্ম থেকে বিরত থাকবে

প্রশ্ন

যে মুসলিম হজ্জ আদায় করছে না যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনে তার উপর কি কি করা ওয়াজিব? অর্থাৎ নখ কাটা, চুল কাটা, মেহেদি দেওয়া ও নতুন জামা-কাপড় পরা ইত্যাদি কি কোরবানি করার আগে জায়েয নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যদি যিলহজ্জ মাসে প্রবেশ করা সাব্যস্ত হয় তাহলে যিনি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্যে তার শরীরের কোন চুল কাটা, নখ কাটা কিংবা চামড়া কাটা হারাম। কিন্তু, নতুন জামা-কাপড় পরিধান করা, মেহেদি দেয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, স্ত্রী উপভোগ করা কিংবা সহবাস করা নিষিদ্ধ নয়।

এ বিধান শুধুমাত্র কোরবানিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; তার পরিবারের অন্য সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যাকে কোরবানির পশু জবাই করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। এ কারণে কোরবানিকারীর স্ত্রী-পুত্র কিংবা প্রতিনিধির উপর এসব কিছু হারাম হবে না।

এ হুকুমের ক্ষেত্রে নর-নারীর মাঝে কোন ভেদ নেই। তাই কোন নারী তিনি বিবাহিত হন কিংবা অবিবাহিত হন তিনি যদি কোরবানি করতে চান তাহলে তিনি তার শরীরের চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবেন; যেহেতু এগুলো থেকে নিষেধকারী হাদিসের দলিল সাধারণ।

এ বিরত থাকাকে ইহরাম বলা হয় না। কারণ হজ্জ ও উমরা ব্রত ছাড়া কোন ইহরাম নেই। ইহরামকারী ইহরামের পোশাক পরেন। সুগন্ধি ব্যবহার, স্ত্রী সহবাস ও শিকার করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু কোরবানিকারীর জন্য যিলহজ্জ মাস প্রবেশ করার পরও এগুলো করা জায়েয। কোরবানিকারী শুধু চুল কাটা, নখ কাটা ও চামড়া কাটা থেকে বিরত থাকেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমাদের কেউ যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে এবং সে ব্যক্তি যদি কোরবানি করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে যেন চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে"।[সহিহ মুসলিম (১৯৭৭)] অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, "সে যেন তার চুল ও চামড়ার কোন কিছু (কর্তন বা উপড়ে ফেলার মাধ্যমে)

স্পর্শ না করে”।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণ বলেন:

“যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে- সে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে নিজের চুল, নখ ও চামড়ার কোন কিছু কাটবে না; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে। দলিল হচ্ছে একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখ এবং তোমাদের কেউ কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ, সহিহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ এর ভাষা হচ্ছে- “কেউ যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যিলহজ্জ মাসে প্রবেশ করে তখন সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এক্ষেত্রে সে নিজ হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দিক উভয়টা সমান। আর যাদের পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছে তাদের জন্য এসব বিধান নেই। যেহেতু এই মর্মে কোন দলিল নেই। তাছাড়া এটাকে ইহরাম বলা হয় না। মুহরিম হচ্ছে- হজ্জ কিংবা উমরা কিংবা উভয়টি পালনকেছু ব্যক্তি”।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আদ-দায়িমা (১১/৩৯৭ ও ৩৯৮)]

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেসে করা হয়:

“হাদিস: ‘যে ব্যক্তি কোরবানি করতে চায় কিংবা তার পক্ষ থেকে কোরবানি করা হবে সে যিলহজ্জ মাসের শুরু থেকে তার চুল, চামড়া ও নখের কোন কিছু কাটবে না; যতক্ষণ না কোরবানি শেষ হয়।’ এ নিষেধাজ্ঞা কি পরিবারের ছোটবড় সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে নাকি ছোটদের পরিবর্তে শুধু বড়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে?”

জবাবে তারা বলেন:

প্রশ্নকারী যে ভাষায় উল্লেখ করেছেন সে ভাষায় আমরা কোন হাদিস জানি না। বরং যে ভাষায় হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে মর্মে আমরা জানি সেটা হচ্ছে- “তোমরা যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখ এবং তোমাদের কেউ কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যেন তার চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ, সহিহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ এর ভাষা হচ্ছে- “কেউ যদি জবাই করার জন্য কোন পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যিলহজ্জ মাসে প্রবেশ করে তখন সে যেন তার চুল, নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এ হাদিসে যিলহজ্জ মাস প্রবেশ করার পর যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্য চুল ও নখ কাটা থেকে নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ রয়েছে। আর প্রথম বাক্যাংশটিতে বর্জন করার নির্দেশ রয়েছে। নির্দেশের মূল বিধান হচ্ছে- ওয়াজিব বা আবশ্যকতা সাব্যস্ত করা। এ হাদিসের এ মূল বিধানকে রহিত করতে পারে এমন কোন পাল্টা দলিল আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয় বাক্যাংশে রয়েছে কর্তন

করার নষিধোজ্ঞা। নষিধোজ্ঞারও মূল বধিান হচ্ছে- হারাম সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ কর্তন করার নষিধোজ্ঞা। এ নষিধোজ্ঞাকে শথিলি করতে পারে এমন কোন পাল্টা দললি আমাদরে জানা নইে। অতএব, এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হল য, এ হাদসিটি শুধু ঐ ব্যক্তরি জন্য খাস যনিি নজিে কোরবানি করতে ইচ্ছুক। কন্তিু য ব্যক্তরি পক্ষ থকেে কোরবানি করা হবে (যমেন কোরবানকিারীর স্ত্রী-পুত্র) তনিি বড় হন কংিবা ছোট হন তার ক্ষত্রেে চুল কাটা, চামড়া তোলা কংিবা নখ কাটতে কোন বাধা নইে। যহেতেু আসল বধিান হচ্ছে- এগুলো জায়যে হওয়া। এ আসল বধিানরে বপিরীত কোন দললি আমাদরে জানা নইে।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মিা (১১/৪২৬ ও ৪২৭)]

দুই:

য ব্যক্তরি সামর্থ্য না থাকার কারণে তার কোরবানি করার ইচ্ছা নইে তার জন্য এগুলো কাটা হারাম নয়। আর কোরবানি করতে ইচ্ছুক এমন কউে যদি এগুলো কটেে ফলেে তার উপর ফদিয়িা আবশ্যক হবে না। বরং তার উপর তাওবা ও ইস্তগিফার করা আবশ্যক হব।ে

ইবনে হাযম বলনে:

য ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দখো গলেে সে তার দহেরে চুল বা নখ ইত্যাদি হাত দবিে না; অর্থাৎ কামাবে না কংিবা ছাটবে না কংিবা অন্য কোন ভাবে দূর করবে না। আর য ব্যক্তরি কোরবানি করার সংকল্প নইে তার উপর এগুলো অবধারতি নয়।[আল-মুহাল্লা (৩/৬)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে:

এটা যখন সাব্যস্ত হল তখন সে ব্যক্তি চুল কাটা, নখ কাটা বর্জন করব।ে যদি করে ফলেে তাহলে আল্লাহ্র কাছে ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করব।ে তাকে ফদিয়িা দতিে হবে না মর্মে ইজমা সংঘটতি হয়ছে;ে চাই সে সটো ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কংিবা ভুলক্রমে করুক।[আল-মুগনি (৯/৩৪৬)]

টীকা:

শাওকানি বলনে:

এ নষিধোজ্ঞার হকেমত হলো, কোরবানকিারীর শরীররে সম্পূর্ণ অংশ অটুট থাকুক; যাতে করে গোটা দহে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তি পায়। কারো কারো মত,ে ইহরামকারীর সাথে সাদৃশ্যস্বরূপ এ বধিান। এ দুটি হকেমত ইমাম নববী উল্লখে করছেনে। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রবর্গ থকেে বর্ণতি আছে য,ে দ্বতিীয় হকেমতটি ভুল। কারণ ইহরামকারী আরও যসেব জনিসি

বর্জন করে থাকে কোরবানকারী তো সেগুলো বর্জন করে না; যেমন- নারী, সুগন্ধি, সাধারণ পোশাক ইত্যাদি।[নাইলুল আওতার (৫/১৩৩)]

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।